দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 JUL 1986
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম... ...

শীঘ্রই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা

এই সংসদ গণতন্ত্র

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বৃহস্পতিবার তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আইনগত ও সাংবিধানিক কোন সমস্যা বা শূন্যতা সৃষ্টি না করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সামরিক আই পরিপূর্ণভাবে অবসানের ব্যাপারে জাতীয় সংসদের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বৃহস্পতিবার নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণে এ আহবান জানিয়ে

প্রেসিডেন্টের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ ১১—এর পাতায়

প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতীয় সংসদ অধিবেশনের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সামরিক আইন অবসারের শেষ ধাপে আমরা পা রেখেছি। আজ আমি আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করছি. গণতন্ত্রের অরুণচ্ছটায় আমাদের প্রত্যাশার দিগন্ত আজ উদ্ভাসিত।

স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে বেগম রওশন এরশাদ ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকত্রয়সহ পদস্থ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা, কূটনৈতিক মিশনের সদস্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচিত জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মিলিত হওয়ায় আল্লাহ পাকের কাছে অশেষ শুকরিয়া আদায় করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, সকলের সহযোগিতায় পরিপূর্ণ সাংবিধানিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরবর্তী স্তর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের শীঘ্রই ব্যবস্থা করা যাবে বলে আজ তিনি নিশ্চিত। প্রয়োজনে রত্নলনায় সামরিক আইন একদিনও বেশী দীর্ঘায়িত করার কোন অভিপ্রায় কখনই তাঁর ছিল না বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছি,

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ

ঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এরশাদ

প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

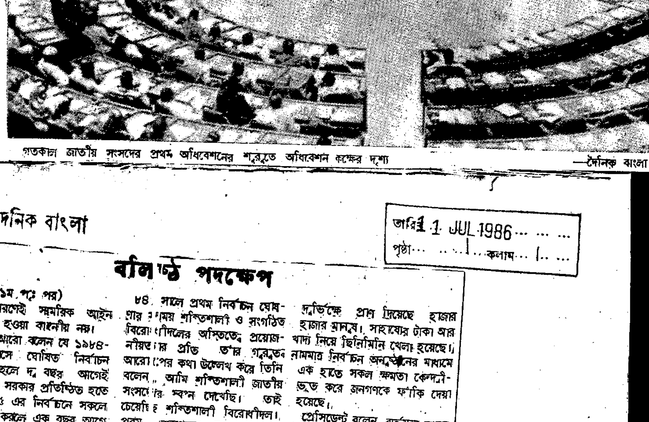

গতকাল জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে অধিবেশন কক্ষের দৃশ্য —দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 JUL 1986
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম... ...

বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

(১ম পৃঃ পর)

কোন কারণেই সামরিক আইন দীর্ঘায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

তিনি আরো বলেন যে ১৯৮৪-এর মে মাসে ঘোষিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দু বছর আগেই গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। ৮৫ এর নির্বাচনে সকলে অংশগ্রহণ করলে এক বছর আগে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংবিধানের পরিপূর্ণ পুনরুজ্জীবন সম্ভব হত।

এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ৮৪-এর ২৪শে মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ৮৪-এর ২৭শে মে একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন এবং এরপর ৮৫-এর ৬ই এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ এবং বিরোধী দলীয়দের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যারা সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবীতে সোচ্চার ছিলেন যারা গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বেশী উচ্চকন্ঠ ছিলেন তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণে [illegible]ত জানাবার ফলে ৮৫-এর ৬ই এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

৮২তে দায়িত্ব গ্রহণের সময় দু বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক-সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তাঁর চিন্তা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ এবং জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা নিরংকুশ করার জন্য সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণের প্রক্রিয়া হিসেবে প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্যদেরকে অভিনন্দিত করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, এই জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় বিজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, জনগণের স্বপ্ন আজ সুনির্দিষ্ট অবয়ব ধারণ করেছে। আজ থেকে এই সংসদই হবে বাংলাদেশের সকল জাতীয় কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র। তিনি বলেন, এই সংসদই আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতীক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বলিষ্ঠ প্রতীক।

তিনি বলেন, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এই সংসদ একদিকে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় উত্তরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রয়াসের সফল পরিণতি। অন্যদিকে, জাতি হিসেবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজ বিকাশের আদর্শের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই জাতীয় সংসদ।

বাংলাদেশী জাতির ইতিহাসে এই সংসদ এক অনন্যরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এই বৈশিষ্ট্য অতীতের যে কোন সংসদ থেকে এই সংসদকে বেশী ... শালী করেছে। ৫৪ থেকে ৭৯

৮৪ সালে প্রথম নির্বাচন ঘোষণার সময় শক্তিশালী ও সংগঠিত বিরোধীদলের অস্তিত্বে প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাঁর গুরুত্ব আরোপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি শক্তিশালী জাতীয় সংসদের স্বপ্ন দেখেছি। তাই চেয়েছি শক্তিশালী বিরোধীদল। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আমার স্বপ্নকে স্বার্থক করেছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে তিনি ও তাঁর সরকার বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। গণতন্ত্রের অবাধ বিকাশের পূর্ব শর্ত হল মতাদর্শগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরমত সহিষ্ণুতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। যে সমাজে সহিষ্ণুতা নেই, সে সমাজের গণতন্ত্র ধারণ ক্ষমতাও থাকতে পারে না, এই সংসদ সহিষ্ণুতা ও সংসদীয় পদ্ধতি ও আচরণের এক অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে সহিষ্ণু সমাজ নির্মাণে মূল্যবান অবদান রাখবে সমগ্র জাতি তাই প্রত্যাশা করে।

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, ইতিহাস, আপনাদের কাছে দূরদর্শিতার দাবী রাখে। অস্থিতিশীলতা নয়, স্থিতিশীলতার পক্ষের শক্তি হিসেবেই বিরোধীদল মহিমান্বিত হতে পারে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের সংসদীয় রীতিনীতি, ঐতিহ্য এবং স্থিতিশীল সমাজ নির্মাণে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে বিরোধীদলের প্রতি তিনি আহবান জানান।

তিনি বলেন, ৭৩-এর নির্বাচিত সংসদ সংবিধান রক্ষার যে অঙ্গীকার করেছিল, সে অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারেনি। ৭৯-এর নির্বাচিত সংসদ, সরকার ও জনগণের প্রত্যাশার মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘ এক দশক ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলেছে। স্বজন তোষণ আর দুর্নীতি জনগণের স্বপ্নকে তমসায় আচ্ছন্ন করেছে। একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। মানুষের বাকস্বাধীনতা ধুলায় লুন্ঠিত হয়েছে স্বাধীন দেশে। দুর্ভিক্ষে প্রাণ দিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। সাহায্যের টাকা আর খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। নামমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে জনগণকে ফাঁকি দেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বর্তমান সংসদ সদস্যগণ দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে সংসদে এসেছেন। জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের কঠিন কিন্তু মহৎ দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণের পাশাপাশি একটি কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তারা প্রত্যাশা করে। সম্প্রীতি, স্থিতিশীলতা, উৎপাদন এবং ঐক্যের রাজনীতি জনগণের আকাংখা পূরণ করতে পারে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা উৎপাদনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। রাজধানী ও নগরকেন্দ্রিক রাজনীতির ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বদলে গ্রাম ও গ্রামের মানুষের কাছে রাজনীতি নিয়ে যেতে চাই।

বাংলাদেশের মত দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার স্বার্থে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির মধ্যে ঐক্যমত গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আমাদের দেশে দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীও একটি সামাজিক শক্তি। জাতীয় সংসদই কেবল এই ঐক্যমত গড়ে তোলার কার্যকর ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রেসিডেন্ট তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে চার বছর আগে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের সুচিন্তিত সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসবের সাফল্য, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্পর্ক উন্নয়ন বিশেষ করে সার্ক গঠন কৃষি শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি ইত্যাদির কথা বর্ণনা করেন।